ফয়সাল সাহেবের 'কিছু প্রশ্নের' কৈফিয়ত

অভিজিৎ রায়

ফয়সাল সাহেবের 'কিছু প্রশ্নের' সোজাসাপটা কিছু জবাব দেই। ফয়সাল সাহেব যতই ভাল বলার চেষ্টা করুন না কেন, আসলে আমার দৃষ্টিতে মুক্তমনার লেখকদের চাইতে সদালাপী লেখকেরা অনেক বেশী অশ্লীল আর আক্রমনাত্মক। এই দেখুন না - আমাকে জাফর উল্লাহ, আলমগীর, মোঃ আসগর দের ব্যঙ্গ করে কাউকে প্রধানমন্ত্রী আবার কাউকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে এক সদালাপী লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কখনও দেখেছেন, মুক্ত-মনাদের কাছ থেকে এমন পোস্ট? শুধু এবারই না, সদালাপীরা সুযোগ পেলেই এমন করেন। মনে আছে আপনার 'বাদর বাজায় ডুগডুগি, ইদুর বাজায় খোল' প্রবন্ধটির কথা? এটা কি মুক্তমনারা লিখেছিল? আমি এমনিতে এসমস্ত নোংরা আলোচনায় জড়াই না, কিন্তু সেজন্য কি সদালাপীরা আমার মুখোশ উন্মোচনের নামে তাদের ভাড়া করা 'অদৃশ্য' লেখকদের দিয়ে যাচ্ছে তাই লেখায় নি? সব কিছুই ভুলে গেছেন! কখনও কি দেখেছেন আমি কাউকে কারো ব্যক্তিগত কিছু নিয়ে কোন বক্তব্য রেখেছি? এদের লেখার ভিতরেই শুধু অশ্লীলতা আর আক্রমণ পেয়ে গেলেন, অথচ আপনি যেই গ্রুপের প্রতিনিধি, তাদের কোন পোস্টে তো আপনি আক্রমণাত্মক কিছু পেলেন না। এমন 'অন্ধ প্রেমিক' হলে হবে কেমন করে, বলুন? আপনার ওই মেজর সাহেবের (আশরাফুজ্জামান) কথা মনে আছে? আমি মাহফুজের উত্তরে পৃথিবী ঘোরার ব্যাপারে একটি সমালোচনামুলক প্রবন্ধ লিখার পর কেমন যাচ্ছে তাই ভাষায় আমাকে ভারতের দালাল, র এর এজেন্ট ইত্যাদি বলে 'অপন্যাস' লিখে পাঠালেন। আমি কি তাকে বিনিময়ে কোন আক্রমণ করেছি, বলুন? শুধু আমি কেন, আমি তো একগাদা মুক্ত-মনা লেখকদের উদাহরণ দিতে পারি যারা ব্যক্তিগত আক্রমন পরিহার করে লেখেন। দেব উদাহরণ? জাহেদ, ফতেমোল্লা, অপার্থিব, মোঃ আসগর, নন্দিনী, আকিমুন রহমান, আলমগীর, সৈয়দ হাবিবুর রহমান আরো অনেকে। আবুল কাশেম ইসলামের সমালোচনা করলেও কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমন করে লেখেন না। অন্ততঃ আমার চোখে পরে নাই। আপনার কাছে উদাহরন থাকলে জানাতে পারেন। সৈয়দ হাবিবের লেখাটা আমি পড়লাম, আবারো। কই, কোথাও তো উনি মানুষ বা মাদ্রাসা-ছাত্র মেরে ফেলার কথা বলেন নি! বলেছেন ক্লাস্টার বোমা মেরে মসজিদ-মাদ্রাসাগুড়িয়ে দেবার কথা। কারণ, ওই প্রতিষ্ঠান গুলোই শ' শ জেহাদী সৈন্য তৈরী করছে বলে উনি মনে করেন। মসজিদ আর ছাত্র কি এক হল? আপনারা সুযোগ পেলেই কথা বিকৃত করেন কেন? আমি দিগন্তের লেখায় মুসলিম-বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছিলাম। আমি সেটা সমর্থন করি না বলে বক্তব্যও দিয়েছিলাম (*লিংকে মডারেটরের নোট লক্ষ্য করুন*)। সৈয়দ হাবিবও দিগন্তকে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন এই ভাষা পরিহার করার জন্য। আর ফতেমোল্লা তো বার কয়েক এগুলোর প্রতিবাদ করছেন। রুদ্রের

উক্তিটির কথায় আসি। উনি আল্লাহকে নিয়ে বক্রোক্তি করেছিলেন। কিন্তু আল্লা তো ভাই ফেসলেস এন্টিটি। রুদ্রের মতে 'আছে কি নাই তারই ঠিক নেই' (আপনার বলা উক্তিটি বোধ হয় দিগন্ত করেছিলেন, আর রুদ্র বোধহয় একবার বলেছিলেন- 'আল্লারে বানাইছে ক্যাডা?')। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে মানুষ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলা জায়েজ, এমনকি মুখোশ উনমোচনের নামে ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যাপার নিয়েও, কাউকে 'র এর এজেন্ট', কাউকে 'প্রধানমন্ত্রী' বানালেও অসুবিধা নাই, কিন্তু আল্লাহকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না! অশ্লীলতা বলতে যদি কিছু থেকে থাকে আমার মতে হল এই মনোভাবটা। একটা কথা আমি পরিস্কার বলে রাখি- আসলে অশ্লীলতা বিষয়টিকে আমি আপেক্ষিক মনে করি। আপনার কাছে যেটা অশ্লীল আরেকজনের কাছে সেটা নাও মনে হতে পারে। রুদ্রের ওই উক্তিটি আপনার কাছে অশ্লীল মনে হলেও অনেকের কাছে মনে হয়নি। আলমগীর সাহেব তো রুদ্রকে নারীবাদী মনে করেন এবং তার লেখার প্রশংসাও করেছেন। আমি রুদ্রের লেখা মুক্ত-মনায় না ছাপানোর কারণে রুদ্র আমাকে 'হিপোক্রিট' বলেছেন। ঢাকাইয়াও আমি দিগন্তের লেখা এডিট করে ছাপানোর কারণে 'মৌলবাদী' বলেছেন। কই আমি তো অত গায়ে মাখছি না! এত গায়ে মাখলে চলে নাকি! তবে যারা মনে করেছেন তারা তো প্রতিবাদ করা দরকার তারা তো করেছেনই। যেমন নন্দিনী। উনি তো রীতিমত যুদ্ধের হাক পেড়েছিলেন রুদ্রের শেষ লেখাটি ভিন্নমতে ছাপানোর পর। পরে রুদ্র দেখলাম নন্দিনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভয়ে বোধ হয় লেখাই ছেড়ে দিলেন। নইলে হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে এত বড় ঘটনা ঘটল, উনার তো লেখা উচিৎ ছিল (নাকি কুদ্দুস খান নিজেই ভয় পেয়ে রুদ্রের লেখা ছাপাচ্ছেন না? কে জানে? কারণ উনি তো এডিট করে কিছু ছাপাবেন না বলে পণ করেছেন। রুদ্রের শেষ লেখাটা প্রকাশ হয়ার পর উনার 'ম্যানেজারশিপ' তো প্রায় উঠেই যাচ্ছিল)।

যা হোক এবার যাকে নিয়ে আপনাদের সবচাইতে বেশী অভিযোগ, তাঁর সম্বন্ধে দু চার কথা বলতেই হয়। ডঃ জাফর উল্লাহ। জাফর সাহেব ভালই লিখেন, অনেক জানেন। কে যেন উনাকে 'জ্ঞানের কুমির' বলে আখ্যায়িত করেছেন (উন্মাদ, নাকি রুদ্র?)। জাফর সাহেব লিখতে গিয়ে একটু আধটু খোঁচাখুঁচি করেন অবশ্য। তবে এই খোঁচাখুঁচিটা এক তরফা কখনও হয়নি। আপনার ডঃ জাফর উল্লাহর লেখায় 'ছুঁচো' এবং 'ক্রস ড্রেসার' চোখে পড়ল, অথচ উনার প্রতি যে 'কণ্ঠ দিগম্বর', 'বংগ চেলাবী', 'ফাটা কলসী', 'বুশ ভক্ত হনুমান' এধরনের কত বিশেষন অহরহই প্রথম থেকে বর্ষিত হয়েছে। ফায়সাল সাহেব আপনি শুধু জাফর সাহবের মন্তব্যগুলোই আপনার লেখায় স্থান দিলেন, আর উনার প্রতিপক্ষদের বেলায় কোন আক্রমনাত্মক শব্দই খুঁজে পেলেন না, এ কেমন কথা? (*শুনেছি ভালবাসা নাকি মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আপনি ভালবাসার টিপস দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। বোধ হয় ওই জন্যই এগুলো দেখতে পেলেন না কিনা কে জানে):-) আমি ভাই মজা করার জন্য এটা লিখলাম, অন্যভাবে নেবেন না কিন্তু*)। এ ব্যাপারটা আমি এখানে উঠালাম জাফর সাহেবকে সমর্থন করার জন্য নয়। নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশনের জন্য। আক্রমনাত্মক শব্দ প্রয়োগের জন্য জাফর সাহেব যদি দোষী হন, তার প্রতিপক্ষও সমান দোষে দোষী। আমি অবশ্য কোন পক্ষেরই অহেতুক

ঝগড়া পছন্দ করি না। অহেতুক বাজে ভাষায় ঝগড়া করে কি লাভ বলুন? আর সেজন্যই প্রথম দিকে সেতারা হাসেম আর জাফর উল্লাহর ঝগড়া থামানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। যদিও সফল হইনি। তাতে কি ? চেষ্টা তো করেছিলাম, এটাই সান্ত্বনা। প্রতিবাদের কথা বললে বলি, আসলে আমার ফিলসফি আমার নিজের; তার সাথে না মিললে মুক্ত-মনা হোক আর বদ্ধমনা হোক আমি প্রতিবাদ করি, অন্ততঃ চেষ্টা করি । এই যেমন ধরুন, অলৌকিকতা নিয়ে ডঃ আলী সিনার stand আমার ইদানিং পছন্দ হচ্ছে না। তার লেখার যুক্তি খন্ডন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এভাবেই এগুতে হয়। কিন্তু আপনি যেই গ্রুপের প্রতিনিধি, সেই গ্রুপে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পিঠচাপরাচাপরি ছাড়া আর কিছুই মুলতঃ দেখা যায় না। যেটা জাফর উল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 'উম্মাবাজি'!

অভিজিৎ
Friday, March 19, 2004

বিঃদ্রঃ আপনার প্রথম লেখায় আমার নাম উল্লেখ ছিল বলেই ওটার উত্তর দিয়েছি। আমার নাম উল্লেখ না করে মুক্ত-মনাদের গালাগালি দিলে আমি হয়ত ignore করতাম। এধরনের লেখা লিখতে বা উত্তর দিতে আসলে আমার একেবারেই ইচ্ছা হয় না।